

আধুনিক প্রযুক্তি ও যুগোপযোগী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে : ড. অনুপম সেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মডেল রকেট উৎক্ষেপণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম ও স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্পের যৌথ উদ্যোগে গতকাল শনিবার প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো এস্ট্রনট ক্যাম্প। শিশু-কিশোরদের মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে এবং মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ে জানানোর উদ্দেশ্যে ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই এস্ট্রনট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো।

দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছিল এপোলো মিশন, মার্স রোভার, মুন রোভার নিয়ে স্পেস টক, সেই সাথে ছিল হাতে কলমে মডেল রকেট তৈরি, স্পেস-এর আদলে রোবট তৈরি, ভি আর বেইস এস্ট্রনট ট্রেনিং এবং কুইজ কম্পিটিশন। এর বাইরেও বিশেষ চমক হিসেবে ছিল এস্ট্রনট ফটো বুথ, যেখানে শিশু-কিশোররা এস্ট্রনট ড্রেস পড়ে ছবি তোলে। চট্টগ্রাম এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিনব্যাপী আয়োজনটিতে অংশগ্রহণ করে। আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার ও প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল।

স্বাগত বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট আরিফুল হাসান অপু। প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, মহাকাশে যাওয়া কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। সেখানে ভারসাম্যশূন্যতা ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মিথস্ক্রিয়া মোকবেলা করে মহাকাশচারীদের বেঁচে থাকতে হয়। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ও যুগোপযোগী জ্ঞানে শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ হওয়া জরুরি। মডেল রকেট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেনকে ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে দিনব্যাপী এস্ট্রনট ক্যাম্প

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম ও স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্পের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এস্ট্রনট ক্যাম্প। গতকাল শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রথমবারের মতো এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। শিশু-কিশোরদের মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে এবং মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ে জানাতে ৪-১৪ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে ছিল এপোলো মিশন, মার্স রোভার, মুন রোভার নিয়ে স্পেস টক, হাতেকলমে মডেল রকেট তৈরি ইত্যাদি। চট্টগ্রাম ও আশপাশের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। আয়োজনটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক

ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৌফিক সাঈদ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল। স্বাগত বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট আরিফুল হাসান অপু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. অনুপম সেন উপস্থিত শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের বলেন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের জ্ঞান তোমাদের অর্জন করতে হবে। মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের চিরায়ত কৌতূহল ও আগ্রহ। এস্ট্রনট ক্যাম্পের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মহাকাশ সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ও যুগোপযোগী জ্ঞানে শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ হওয়া জরুরি বলে উল্লেখ করেন।-বিজ্ঞপ্তি



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুপম সেনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মডেল রকেট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শেষ হলো প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্পে প্রধান অতিথি উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেনকে ক্রেস্ট প্রদান

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়া কেম্পিউসে অডিটোরিয়ামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি কেম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম ও স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্প-এর যৌথ উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো এস্ট্রনট ক্যাম্প। শিশু-কিশোরদের মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে এবং মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ে জানানোর উদ্দেশ্যে ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই এস্ট্রনট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো। সারা দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছিল এপোলো মিশন, মার্স রোভার, মুন রোভার নিয়ে স্পেস টক, সেই সাথে ছিল হাতে কলমে মডেল রকেট তৈরি, স্পেস-এর আদলে রোবট তৈরি, ডি আর বেইস এস্ট্রনট ট্রেনিং এবং কুইজ কম্পিটিশন। এর বাইরেও বিশেষ চমক হিসেবে ছিল এস্ট্রনট ফটো বুথ, যেখানে শিশু-কিশোররা এস্ট্রনট ড্রেস পড়ে ছবি তোলে। চট্টগ্রাম এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিনব্যাপী আয়োজনটিতে অংশগ্রহণ করে। আয়োজনটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার ও প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল। স্বাগত বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের

প্রেসিডেন্ট আরিফুল হাসান অণু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, মহাকাশে যাওয়া কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। সেখানে ভারসাম্যশূন্যতা ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মিশ্রিত মৌকবিলা করে মহাকাশচারীদের বেঁচে থাকতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া, জলপান সবকিছু আলাদাভাবে করতে হয়। তিনি ৪র্থ শিল্পবিপ্লব ও ডার্ক মেটারের উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের বলেন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের জ্ঞান তোমাদের অর্জন করতে হবে। মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের চিরায়ত কৌতূহল ও আগ্রহ। এস্ট্রনট ক্যাম্পের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মহাকাশ সম্পর্কে জ্ঞানার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ও যুগোপযোগী জ্ঞানে শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ হওয়া জরুরি বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ১৯৬১ সালে মানুষ সর্বপ্রথম মহাকাশে যায়। এই মহাকাশচারী হলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন। ১৯৬৩ সালে জেলেন্ডিনা তেরেসকোভা মহাকাশে গিয়েছিলেন। তিনি প্রথম মহিলা নভোচারী। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে তিনজন মার্কিন নভোচারী চাঁদে অবতরণ করেন। তারা হলেন নিল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। মহাকাশচারীদের মহাকাশযাত্রা মহাকাশ গবেষণার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি বলেন, মহাকাশে মহাকাশ স্টেশন থাকে, যেখানে মহাকাশ বিষয়ে গবেষণা করা

হয়। তিনি বলেন, প্রথম মহাকাশ স্টেশন মির তৈরি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যৌথ উদ্যোগে বর্তমান আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করে, যেখানে অনেক এস্ট্রনট দু'বছরের বেশি অবস্থান করে বিশ্ব-রেকর্ড করেছে। ট্রেজারার ও প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ এস্ট্রনট সম্পর্কে বাংলাদেশে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মহাকাশ বিশাল ব্যাপার। আজকের ক্যাম্পে যেসব শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী মহাকাশ সম্পর্কে উৎসাহিত হবে, তারা ভবিষ্যতে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানবে। তারা মহাকাশচারীও হবে। তিনি ‘আগামী মহাকাশ গবেষণার গুঁড়সূচনা এখান থেকে শুরু হতে পারে’ বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল বলেন, এস্ট্রনট ক্যাম্পের উদ্দেশ্য উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কসমিক ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে উৎসাহ ও ধারণা দেওয়া। তাহলে তারা মহাকাশ ও মহাজাগতিক জগত সম্পর্কে অজানা কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট আরিফুল হাসান অণু স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানার প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। মহাকাশে কী ঘটছে, নভোচারীরা কীভাবে মহাকাশে ভেসে বেড়ায়, স্পেস এক্সপ্লোরেশনে তাদের ভূমিকা কী, এই ধরনের অজানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই মূলত আমাদের এই আয়োজন। মডেল রকেট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প। আয়োজনটিতে আইটি পার্টনার হিসেবে ছিল রিভারি কর্পোরেশন এবং রোবাস্ট রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং ক্লাব পার্টনার হিসেবে ছিল চিটাগৎ ইউনিভার্সিটি সাইনট্রনিক সোসাইটি। বিজ্ঞান



esuprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/esuprobhat

ঐতিহ্যবাহী ও বিশ্বস্ত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBAT BANGLADESH



‘অবলোপন করা কণ খেলাপি হিসাবে প্রকাশ করা হয় না’



পেঁকুয়ার ঐকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান আতঙ্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা



চট্টগ্রামকে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলো রংপুর



বিপনিকেন্দ্রসমূহে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা

নিশ্চিত করতে হবে

নব্বেরে আগুনে পুড়ে পুড়ে বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকি মাঝে মাঝে ৩০ হাজারের মতো লোকের ও সশস্ত্র ১৬ হাজার সৈন্য রয়েছে।

বিজ্ঞানিত • পৃষ্ঠা ২



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেনকে ফ্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি শেষ হলো প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন করতে হবে: ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামাডার কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম ও স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্পের যৌথ উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো এস্ট্রনট ক্যাম্প। শিশু-কিশোরদের মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে এবং মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ে জানানোর উদ্দেশ্যে ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই এস্ট্রনট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো। দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছিল এপোলো মিশন, মার্স রোভার, মুন রোভার নিয়ে স্পেস টক, সেই সাথে ছিল হাতে কলমে মডেল রকেট তৈরি, স্পেস-এর আদলে রোবট তৈরি, ডি আর বেইস এস্ট্রনট ট্রেইনিং এবং কুইজ কন্সটিশন। এর বাইরেও বিশেষ চমক হিসেবে ছিল এস্ট্রনট ফটো বুক, যেখানে শিশু-কিশোররা এস্ট্রনট ড্রেস পড়ে ছবি তোলে। চট্টগ্রাম এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিনব্যাপী আয়োজনটিতে অংশগ্রহণ করে। আয়োজনটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার ও প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল। স্বাগত বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট আরিফুল হাসান অপু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, মহাকাশে যাওয়া কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। সেখানে অরসাম্যশূন্যতা ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মিথস্ক্রিয়া মোকাবিলা করে মহাকাশচারীদের বেঁচে থাকতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া, জলপান সবকিছু আলাদাভাবে করতে হয়। তিনি ৪র্থ শিল্পবিপ্লব ও ডার্ক মেটারের উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত শিশু-কিশোর

শিক্ষার্থীদের বলেন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের জ্ঞান তোমাদের অর্জন করতে হবে। মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের চিরায়ত কৌতুহল ও আগ্রহ। এস্ট্রনট ক্যাম্পের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মহাকাশ সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ও যুগোপযোগী জ্ঞানে শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ হওয়া জরুরি বলে উল্লেখ করেন। ট্রেজারার ও প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বলেন, মহাকাশ বিশাল ব্যাপার। আজকের ক্যাম্পে যেসব শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী মহাকাশ সম্পর্কে উৎসাহিত হবে, তারা ভবিষ্যতে মহাকাশ সম্পর্কে অনেককিছু জানবে। তারা মহাকাশচারীও হবে। তিনি ‘আগামী মহাকাশ গবেষণার গুণসূচনা এখন থেকে শুরু হতে পারে’ বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল বলেন, এস্ট্রনট ক্যাম্পের উদ্দেশ্য উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কসমিক ওয়ান্ট সম্পর্কে উৎসাহ ও ধারণা দেওয়া। তাহলে তারা মহাকাশ ও মহাজাগতিক জগত সম্পর্কে অজানা কিছু আবিষ্কার করতে আগ্রহী হবে। বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট আরিফুল হাসান অপু স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। মহাকাশে কী ঘটছে, নভোচারীরা কীভাবে মহাকাশে ভেসে বেড়ায়, স্পেস এক্সপ্লোরেশনে তাদের ভূমিকা কী, এই ধরনের অজানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই মূলত আমাদের এই আয়োজন। মডেল রকেট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রথম এস্ট্রনট ক্যাম্প। আয়োজনটিতে আইটি পার্টনার হিসেবে ছিল রিভারি কর্পোরেশন এবং রোবাস্ট রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং ক্লাব পার্টনার হিসেবে ছিল চিটাগং ইউনিভার্সিটি সাইন্টিফিক সোসাইটি। বিজ্ঞপ্তি